মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে জেলা পর্যায়ের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল রোববার সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুকুমার রায়ের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল।

অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসন ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিভা অন্বেষণে জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় মেহেরপুরের সাব্বির

মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী ও রোভার সদস্য মোঃ সাব্বির হোসেন জাতীয় পর্যায়ের “প্রতিভা অন্বেষণ” প্রতিযোগিতায় মূকাভিনয় বিভাগে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন।

তিনি ধারাবাহিকভাবে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। পরে জাতীয় পর্যায়ে কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা ও খুলনা

বিভাগকে গৌরবান্বিত করেন।

সাব্বির হোসেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী এবং কলেজ রোভার দলের সক্রিয় সদস্য। তার এই অর্জনে শিক্ষক, সহপাঠী ও শুভানুধ্যায়ীরা আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার স্টেডিয়াম পাড়ার বাসিন্দা। তার পিতা জালাল উদ্দিন ও মাতা রেশমিন আক্তার।

সাব্বির বলেন, “ভবিষ্যতেও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আরও ভালো কিছু করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে চাই। সবার দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি।”

মেহেরপুরে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালিত

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান ও জেলা ও দায়রা জজ মো. গোলাম কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলী মাসুদ শেখ, পারিবারিক আপিল আদালতের বিচারক মো. কেরামত আলী, শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ইমদাদুল হক, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার লাবনী সুলতানা, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সুবিধাভোগী বেগম আলিয়া খাতুন ও শাকিল আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিনিয়র সহকারী জজ (সদর) মো. মাসুদ রানা।

এর আগে দিবসটি উপলক্ষে সকালে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়।

জেলা ও দায়রা জজ মো. গোলাম কবিরের নেতৃত্বে র্যালিটি আদালত প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে শান্তির প্রতীক হিসেবে পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে দিবসের উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে আইনজীবী প্যানেলের সদস্য এ কে এম জিল্লুর রহমান ও রুত সোভা মণ্ডলকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

ঝিনাইদহে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপন

‘সরকারি খরচে বিরোধ শেষ, সবার আগে বাংলাদেশ’ এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির আয়োজনে মঙ্গলবার সকালে আদালত চত্বর বেলুন উড়িয়ে ও পায়রা অবমুক্ত করে দিবসটি উদ্বোধন করা হয়। পরে সেখান থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে আদালতের সম্মেলন কক্ষে হয় আলোচনা সভা।

জেলা জজ ও জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান এমরান হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন, পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. গোলাম নবী, অতিরিক্ত জেলা জজ হেলাল উদ্দিন, গৌতম কুমার ঘোষ, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি কাজী একরামুল হক আলম, সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটনসহ অন্যান্যরা।

সরকারি আইনগত সহায়তা মানুষের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে উল্লেখ করে বক্তারা অসহায় ও দরিদ্র মানুষকে এ সেবা নিতে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ শুরু

‘পুষ্টি বৈষম্যের দিন শেষ, গড়বো স্বনির্ভর বাংলাদেশ’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ। বৃহস্পতিবার সকালে সিভিল সার্জন অফিসের সামনে বেলুন উড়িয়ে এ দিবসের উদ্বোধন করা হয়। সেখান থেকে বের করা হয় একটি র্যালী। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সিভিল সার্জনের সম্মেলন কক্ষে হয় আলোচনা সভা। এতে স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায়, সিভিল সার্র্জন ডা. মো. কামরুজ্জামান, সদর হাসপাতালের তত্ববধায়ক ডা: মোস্তাফিজুর রহমান, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক মোজাম্মেল হক, জেলা শিক্ষা অফিসার লুৎফর রহমান, সিভিল সার্জন অফিসের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহমান।

সেসময় বক্তারা, অপুষ্টি দূর করতে সচেতনতা বৃদ্ধি, সুষম খাদ্য গ্রহণ এবং সরকারি উদ্যোগগুলোকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ওপর জোর দেন। পাশাপাশি শিশু, কিশোর-কিশোরী ও গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি নিশ্চিত করতে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

এই সংসদ বাংলাদেশের জনগণের সংসদ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, ‘আজকের এই সংসদ বাংলাদেশের জনগণের সংসদ। দেশের মানুষ এই সংসদের দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে।’

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে

সংসদের স্পিকারের বক্তব্যের পর শুভেচ্ছা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘আজ থেকে স্পিকার আর কোনো দলের নন, তিনি পুরো সংসদের অভিভাবক।

দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় গণতান্ত্রিক মানুষ এই সংসদের দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে। দেশ ও জনগণের স্বার্থে আমরা এই সংসদকে অর্থবহ করতে চাই।’

তিনি আরো বলেন, ‘গত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। জনগণকে দুর্বল জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়েছিল এবং সংসদকে মানুষের অধিকার লুণ্ঠনকারীদের ক্লাবে পরিণত করা হয়েছিল।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বিগত দেড় দশকে যারা নিজেদের এমপি পরিচয় দিতেন, তারা কেউ জনগণের ভোটে নির্বাচিত ছিলেন না। কিন্তু আজকের সংসদ জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংসদ। এটি বাংলাদেশের জনগণের সংসদ।’

তারেক রহমান বলেন, বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয়, বরং সুনির্দিষ্ট যুক্তি ও বিতর্কের মাধ্যমে সংসদকে প্রাণবন্ত করে তুলতে চাই আমরা।

এ ক্ষেত্রে স্পিকারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে সংসদ পরিচালনায় আমরা স্পিকারকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবো।

বক্তব্যের শেষ দিকে স্পিকারকে নতুন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সংসদ সদস্যদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

দামুড়হুদায় দায়সারা ভাবে

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপিত ?

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় নাম কাওয়াস্ত হ য ব র ল ভাবে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপিত হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার মার্চ বেলা ১১ টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে সারা দেশের ন্যায় “দুর্যোগ প্রস্তুতে লড়ব, তারুণ্যের বাংলাদেশ গড়ব”-এই প্রতিপাদ্যে উপজেলা প্রশাসন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কার্যালয়ের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুল রহমান সাহেলের সভাপতিত্বে “জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস” উদযাপিত করা হয়।

উপজেলা পরিষদের গুটিকয়েক কর্মকর্তা ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কার্যালয়ের প্রশিক্ষনার্থীদের নিয়েই সরকারের এ জনগুরুত্বপূর্ণ দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটিকে ঘিরে তড়িঘড়ি করে নামমাত্র পালন করা হয়েছে র্যালি,আলোচনা সভা ও মহড়া। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে স্থানীয় কোন সাংবাদিকে জানানো হয়নি, ফলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সাংবাদিক নেতা সহ গণমাধ্যম কর্মীরা।

স্থানীয় সচেতন মহলের ভাষ্য,সরকারি নির্দেশনায় জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসেরগুরুত্ব তুলে ধরতে র্যালি, আলোচনা সভা ও মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু এ ধরনের অনুষ্ঠানে জনসাধারণকে ভূমিকম্প অগ্নি নির্বাপন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করতে সহায়তা করে।ফলে অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের সর্বশ্রেনীর মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি ছিলেন,যদিও এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ফলে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মুরশেদ বীন ফয়সাল (তানজীর) বলেন, সরকারি যে কোনো জাতীয় অনুষ্ঠান জনকল্যাণের জন্যই হয়ে থাকেন।ফলে জনসচেতনতা বাড়াতে সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাটাও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। কাজেই এ ধরনের অনুষ্ঠানে সরকার উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ। ফলে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সকলের।

তিনি আরো বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠানে সাধারণত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, সাংবাদিক ও

জনসাধারণের অংশগ্রহণ থাকবার কথা। যদিও তা ছিলেন না, উপস্থিত সংখ্যাও ছিলেন নগণ্য। পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের কারো পক্ষ থেকেই স্থানীয় কোন সাংবাদিক কিংবা সাংবাদিক নেতাদের কাউকেই এ বিষয়ে জানানো হয়নি, যা দুঃখজনক।

মেহেরপুরে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালিত

“দুর্যোগ প্রস্তুতিতে লড়ব, তারুণ্যের বাংলাদেশ গড়ব” এই প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস। এ উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়।

শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। জেলা ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক সাকরিয়া হায়দার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তারিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলামসহ ফায়ার সার্ভিসের সদস্য এবং বিভিন্ন

শ্রেণি-পেশার মানুষ শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শোভাযাত্রাটি শহর প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

মহড়ায় অগ্নিসংযোগ কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে, অগ্নিদগ্ধ এলাকা থেকে কীভাবে মানুষকে উদ্ধার করতে হয় এবং ভূমিকম্প হলে মানুষের করণীয় বিষয়গুলো প্রদর্শন করা হয়।

মহান শহীদ দিবসে ঝিনাইদহে জাতীয় পতাকার অবমাননা

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার বিধান থাকলেও ঝিনাইদহ শহরের বিভিন্ন স্থানে তা মানা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

শহরের একটি বেসরকারি ক্লিনিকে পতাকা স্ট্যান্ডের চূড়ায় উত্তোলন করা হয় পতাকা। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা কালো পতাকার নিচে উত্তোলন করা হয়েছে বলে দেখা গেছে। বিধিমেতাবেক জাতীয় শোক দিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখলেও তা কখনই কালো পতাকার নিচেই যাবে না। কালো পতাকা ছোট স্ট্যান্ডে বাধতে হবে তা অবশ্যই জাতীয় পতাকার নিচেই থাকবে।

শহরের আরও কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও পতাকা অর্ধনমিত না রেখে পূর্ণ উচ্চতায় তোলা হয়েছে, যা আজকের জন্য অবমাননা কর। সচেতন নাগরিকরা বিষয়টি জাতীয় পতাকার অবমাননার শামিল হিসেবে দেখছেন। এব্যাপারে শামীমা ক্লিনিকের স্বত্বাধিকারী ডা.শামীমা সুলতানা বলেন আমাদের কাজের ছেলেটি বিষয়টি ভূল করেছে আমি এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি এখন নামিয়ে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি দেখভালের জন্য সচেতন মহল প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট শাখার সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে জাতীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ জেলা

কমিটির দ্বিমাসিক সভা

জাতীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরাম মেহেরপুর জেলা কমিটির দ্বিমাসিক সমন্বয় সভা মঙ্গলবার বিকাল তিনটার দিকে মউকের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতি আব্দুর রহিম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য সচিব ও মউক-এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফাহিমা খাতুন। এছাড়াও বক্তব্য দেন কমিটির সহ-সভাপতি পলি খাতুন, সহ-সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম এবং কোষাধ্যক্ষ আব্দুর রশিদ।

সভায় মেহেরপুর জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতনের বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি আইনগত দিক, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভা শেষে কমিটির সদস্যরা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।